যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ, রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কেতুগ্রাম, ১৭ ডিসেম্বর

দুর্ঘটনা রুখতে প্রহরীবিহীন রেলপথ বন্ধ করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের প্রবল বাধার মুখে পড়ে পিছু হটল রেল। রেলপুলিশ-সহ আধিকারিকদের সঙ্গে বচসার মাঝে মহিলা ও কচি-কাঁচা-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা রেললাইনের উপর বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে রেলের আধিকারিকরা লাইন ঘেরার কাজ বন্ধ করে দেন। পূর্ব রেলের কাটোয়া–আজিমগঞ্জ শাখার শিবলুন স্টেশনের কাছে ২২/৮ নং রেলগেটের ঘটনা। গ্রামবাসীদের দাবি, রেল দপ্তর দীর্ঘদিনের যাতায়াতের পথকে বন্ধ করার আগে স্থায়ী রেলগেট বা আন্ডারপাস করুক। আধিকারিকরা গ্রামবাসীদের দাবি বিবেচনার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দিলে শান্ত হন বিক্ষোভকারীরা। ঘেরার কাজও স্থগিত করে দেওয়া হয়।

কেতুগ্রামের অম্বলগ্রাম থেকে শিবলুন গ্রামে যাতায়াতের কোনও স্থায়ী রাস্তা না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে বাসিন্দারা প্রহরীবিহীন রেলগেট দিয়েই যাতায়াত করতেন। নিরাপত্তার কারণে ও দুর্ঘটনা এড়াতে জনবহুল এলাকায় প্রহরীহীন রেললাইনের ওপর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। তাতেই বিপত্তি। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, ব্রিটিশ আমল থেকে রেললাইন পার হয়ে যাতায়াত করেন এলাকার বেশকয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা। এই রাস্তা দিয়েই স্কুল, বাজার, হাসপাতাল যাতায়াত করতে হয়। অভিযোগ, রেল রাস্তাটি বন্ধ করে দিলে এলাকাবাসীকে অনেকটা ঘুরে যাতায়াত করতে হবে।

আর জি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল এবং প্রতিবাদ সভা করল এআইডিওয়াইও। বুধবার গড়িয়াহাটে তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়। ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল ও রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জি। সংগঠন জানায়, সিবিআইয়ের ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আর জি করের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে। অবিলম্বে সিবিআই–কে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিতে হবে। ছবি: আজকাল

তারাপীঠ মন্দিরে মোবাইল ফোন মানা

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাপীঠ, ১৭ ডিসেম্বর

পৌষের প্রথম দিন থেকে তারাপীঠ মন্দিরে শুরু হল নিয়মের কড়াকড়ি। মন্দিরের ভেতরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করা, বিগ্রহ জড়িয়ে ধরে প্রণাম করা, বিগ্রহে তেল, গোলাপজল, আলতা প্রভৃতি মাখানো– এইসব আর করা যাবে না। নিষেধাজ্ঞা অনেক আগেই জারি করা হলেও ঠিকমতো মানা হচ্ছিল না। নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অনেকেই মন্দিরের গর্ভগৃহে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকে সেলফি তুলছিলেন। এর ফলে ভক্তদের মন্দিরের ভেতরে থাকার সময় বেশি লাগছিল। বাইরে পুজোর ডালি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তদের দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। এইসব সমস্যা ঘোচাতে অবশেষে মঙ্গলবার পৌষমাসের প্রথম দিন থেকে নিয়মগুলি যাতে সঠিকভাবে মেনে চলা হয়, সে-ব্যাপারে কড়া নজরদারি শুরু হল। মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখার্জি বলেন, 'কোনও নতুন নিয়ম চালু হল না। নিয়মগুলি আগে থেকেই ছিল। এই নিয়মগুলি যাতে আরও ভালভাবে পালন করা হয়, সেজন্য এদিন সকাল থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

'বাংলার বাড়ি' ভার্চুয়াল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের সময় বর্ধমানের জেলাশাসকের অফিসে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ প্রমুখ। ছবি: প্রতিবেদক

মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়ে কথা রেখেছেন: মন্ত্রী স্বপন

বিজয়প্রকাশ দাস

বর্ধমান, ১৭ ডিসেম্বর

গ্রামীণ আবাস প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তহবিল থেকে 'বাংলার বাড়ি' তৈরি করার জন্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে সহায়তা করার শুভ সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার বিকেলে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধনের সময় বর্ধমানের জেলাশাসকের অফিসে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও জেলার বিধায়করা।

মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনায় টাকা না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কথা দিয়েছিলেন যে, আমি 'বাংলার বাড়ি' দেব। সেই অনুযায়ী তিনি কথা রাখলেন। আগামী কাল থেকেই টাকা ঢোকা শুরু হয়ে যাবে। বর্ধমান জেলায় যাঁদের যাঁদের পাওয়ার কথা সবাইকে দিয়েছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে এখন ১২ লক্ষ মানুষ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে পাবেন। বাকি ১৬ লক্ষকে পরে দেওয়া হবে। ডিসেম্বরের পরেই সেটা আবার দেওয়া হবে। তিনি চেষ্টা করেছেন স্বচ্ছতার সঙ্গে 'বাংলার বাড়ি'র জন্য টাকা দেবেন। এবার যাঁরা টাকা পাননি, তাঁরা পরের বার পাবেন। আবার লিস্ট একটা হল। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।'

বাংলার বাড়ি

পূর্ব মেদিনীপুরে ৫৫ হাজার ৪৪৬ জন উপভোক্তা পাচ্ছেন বাংলার বাড়ি। বরাদ্দ হয়েছে ৩৩০ কোটি টাকা। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা বন্টন। এদিন ৫৫ হাজার ১৫৪ জন উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী দুই কিস্তিতে দেওয়া হবে বাকি ৬০ হাজার টাকা।

নবম থেকে দ্বাদশের পড়ুয়াদের

নিখরচায় সহায়ক বই: সিদ্দিকুল্লা

সোহম সেনগুপ্ত

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা সহায়ক বইয়ের জন্য সরকারি লাইব্রেরিতে আবেদন করলে, সম্পূর্ণ নিখরচায় ওই লাইব্রেরির পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের স্কুলে সেই বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার বারাসত পুরসভা আয়োজিত বইমেলার উদ্বোধনে গিয়ে একথা জানালেন রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি। বইমেলার উদ্বোধন করেন কবি শ্রীজাত, বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী–সহ বিশিষ্টরা। পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি জানান, ৭২ বইয়ের স্টল রয়েছে এবারের বইমেলায়। ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বইমেলা চলবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নামী শিল্পীদের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। এদিন বারাসত পুরসভার প্রত্যেক কাউন্সিলরকে বই কেনার আহ্বান জানান গ্রন্থাগারমন্ত্রী।

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি

কিলিমাঞ্জারোর শিখরে আরপিএফের পুনম

দেবব্রত ঘোষ

আসানসোল, ১৭ ডিসেম্বর

আরপিএফের আসানসোলের ১৬ ব্যাটেলিয়নের মহিলা জওয়ান পুনম কমোর দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত শিখর মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো (১৯৩০০ ফুট)–য় সফল আরোহণ করলেন। মঙ্গলবার সকালে পুনম আসানসোল স্টেশনে এলে আরপিএফের জওয়ানরা এবং সাধারণ মানুষ তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানান। পুনম বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই অ্যাডভেঞ্চার বেশি পছন্দ করতাম। পরে মাউন্টেনিয়ারিংয়ের কোর্সও করি। আমি রাজস্থানের জয়পুরের নিমতা থানার ঝারনি গ্রামের বাসিন্দা। আফ্রিকার সর্বোচ্চ শিখর কিলিমাঞ্জারোতে উঠব, কখনও ভাবিনি। ওখানে উঠে দেশের তিরঙ্গা পতাকা ওড়ানো আমার জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা। আমি শিখর জয় করে নিজের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এখন আবার আসানসোলে আমার ফোর্সের কাজে যোগ দিতে এসেছি।

পুনম কমোর

ভাতারে বৃদ্ধ দম্পতি খুন

আজকালের প্রতিবেদন

বর্ধমান, ১৭ ডিসেম্বর

বাড়িতে লুঠপাট চালানোর পর বৃদ্ধ দম্পতিকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল। মৃত দম্পতির নাম অভিজিৎ যশ (৮৫) ও তাঁর স্ত্রী ছবিরানি যশ (৮০)। ভাতার থানার রবীন্দ্রপল্লীর ঘটনা। লুঠপাট চালিয়ে দম্পতিকে খুনের পর ঘরের বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ির বাইরের তালা ভেঙে দম্পতির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস। তদন্তের জন্য আনা হয়েছে স্নিফার ডগ। পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, ভাতার থানায় কয়েকজন অভিযোগ করেন যে, যশ বাড়িতে বয়স্ক দম্পতি থাকেন, কয়েকদিন ধরে তাঁদের খোঁজখবর পাচ্ছিলেন না। দরজায় তালা দেওয়া থাকে। সেই তালা ভেঙে দেখেন, দুজনকে খুন করা হয়েছে। আত্মীয়স্বজনরা থানাতে অভিযোগ জানাতে গেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ওঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। বাড়ির ভেতর কিছু জিনিসপত্র তছনছ করা আছে।

খড়্গপুর আইআইটি: দেশের দ্বিতীয় সেরা

২০২৫–এর কোয়াসিকরেলি সিম্বলস (কিউ এস) রাঙ্কিং সারা বিশ্বের ১৭৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর করা বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায় ১৪৭তম স্থানে রয়েছে খড়্গপুর আইআইটি। এশিয়ার মধ্যে ২৩তম আর সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। এ বিষয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খড়্গপুর আইআইটির ডিরেক্টর ভিকে তেওয়ারি জানান, এই স্থান অর্জন করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে আইআইটির পুরো টিমকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ৫ জি নেটওর্য়াক, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, কৃষি, খাদ্য, পুষ্টি, দুর্দান্ত পরিকাঠামো, গ্রিন এনার্জি, সবুজায়নের ওপর জোর দিয়েছে।

ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা। উদ্বোধনের পর এলাকার মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে খেলা উপভোগ করেন তিনি। টুর্নামেন্ট দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। কেশপুরের আনন্দপুরে। ছবি: আজকাল

পুলিশ টিমকে হারিয়ে কমিশনার্স কাপজয়ী পেয়ারাবাগান এফসি

মিল্টন সেন

হুগলি, ১৭ ডিসেম্বর

চন্দননগর কমিশনারেটের উদ্যোগে আয়োজিত কমিশনার্স কাপের ফাইনালে পুলিশের টিমকে হারিয়ে জয়ী পেয়ারাবাগান এফসি। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল চন্দননগর কমিশনার্স কাপ ২০২৪–এর ফাইনাল খেলা। চুঁচুড়া থার্ড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত খেলার ফাইনালে এদিন মুখোমুখি হয় সিপিসি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং পেয়ারাবাগান এফসি। শীতের দুপুরে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এই খেলা দেখতে মাঠে হাজির হয়েছিলেন বহু মানুষ। খেলার প্রথমার্ধে একটি এবং দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল মোট দুটি গোল করে ফাইনালে জয়লাভ করে পেয়ারাবাগান এফসি। ফাইনাল খেলায় দুটি গোল করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন পেয়ারাবাগান ক্লাবের আভাস কুণ্ডু। ছয়টি গোল করায় ম্যান অফ দ্য সিরিজ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় পেয়ারাবাগান ক্লাবের দীপ দাসের হাতে। সেরা গোলকিপার পুরস্কার পেয়েছেন সিপিসি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের খেলোয়াড় অন্তু মণ্ডল। খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন খেলোয়াড় কৃষ্ণগোপাল চৌধুরি এবং বিভাস সরকার। ছিলেন ডিসি চন্দননগর অলকানন্দা ভাওয়াল, এসিপি ডিডি সুমন চ্যাটার্জি, আইসি চুঁচুড়া রামেশ্বর ওঝা, অনিমেষ হাজারি, তমাল মহান্তি প্রমুখ পুলিশ আধিকারিকেরা। দুই দলের হাতে তুলে দেওয়া হয় রানার্স–উইনার্স ট্রফি।

উইনার্স ট্রফি তুলে দিচ্ছেন ডিসি চন্দননগর অলকানন্দা ভাওয়াল। রয়েছেন দুই প্রাক্তন ফুটবলার কৃষ্ণগোপাল চৌধুরি, বিভাস সরকার। ছবি: পার্থ রাহা

মন্দারমণিতে উদ্ধার ৪৫ অলিভ রিডলে কচ্ছপ

যজ্ঞেশ্বর জানা

কাঁথি, ১৭ ডিসেম্বর

মন্দারমণি কোস্টাল থানা এলাকার জলধা খাল থেকে ৪৫টি অলিভ রিডলে সামুদ্রিক কচ্ছপ উদ্ধার করেছে বন দপ্তর। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল এই কচ্ছপগুলিকে। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলিকে শঙ্করপুরের প্রাণী আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা বনাধিকারিক দীপক মণ্ডল বলেন, '৪৫টি অলিভ রিডলে সামুদ্রিক কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' এছাড়াও প্রচুর মৃত কচ্ছপও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে স্থানীয় সূত্রে।

বেআইনি এই কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে সুবিমল জানা নামের এক ব্যক্তি। সোমবার গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পাওয়া একটি ভিডিও–কে হাতিয়ার করে জলধা গুঁটকিখটির উত্তরদিকের খালে তল্লাশি অভিযান চালান বন দপ্তরের কর্মীরা। অলিভ রিডলে প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরে থাকে। বঙ্গোপসাগর উপকূলের শীতের অতিথি এরা। জলধা, কাঁথি, শঙ্করপুর, দিঘা উপকূলে এই কচ্ছপের গতিবিধি এখন খুবই কম। তবে এই সময় পড়শি রাজ্য ওড়িশার তটে অলিভ রিডলে কচ্ছপ ডিম পাড়তে আসে এবং শীতের শেষে ফিরে যায়। জলধা খালে উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি ওড়িশা এবং সংলগ্ন সমুদ্র উপকূল থেকেই শিকার করা হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় খটি মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ধৃত সুবিমল জানা কচ্ছপ কারবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। তবে এই এত বেশি সংখ্যক কচ্ছপ কীভাবে, কোথা থেকে এল, সে ব্যাপারে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি স্থানীয়দের থেকে। সামুদ্রিক কচ্ছপের অবৈধ মজুত এবং বহু কচ্ছপের মৃত্যুর খবর স্থানীয়দের।

উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ। ছবি: প্রতিবেদক

পরিযায়ী পাখি রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড। পূর্বস্থলী, কালনা। ছবি: অভিষেক চ্যাটার্জি

ভাগীরথীর চরে রোদ পোহাচ্ছে ঘড়িয়াল। কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ ঘাটে। ছবি: চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A

স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)–এর ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নয়া দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
কলকাতা ব্রাঞ্চ: পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

এতদ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং 'D'–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং 'C'–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী 'যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সার্ভেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com.

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
HOU/KOL/1117/447634 ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা প্রয়াত পুলকেশ ভঞ্জ–এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ/ নিবেদিতা ভঞ্জ	₹ ৩৩,৫১,৯০৫.৮১ ২৩.১০.২০১৯ অনুযায়ী	বাস্তবিক দখল	মোট প্রায় ৭০ শতকের মধ্যে সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ২ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি ০৩.৫ শতকের সমতুল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বেরালিয়া, থানা– বারুইপুর, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৩৭, আর এস খতিয়ান নং ১৩২, রে সা নং ৪০, সেটলমেন্ট এল আর খতিয়ান নং ৪৮/১ (১২৫২, ১২৫৩), জে এল নং ১৭, তৌজি নং ২৫৯, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১৪৫, মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পরগনা– মেদানমোল্লা, এডিএসআর– বারুইপুর। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– ১৬ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর; দক্ষিণ– দাগ নং ৩৭–এর অংশ; পূর্ব– দাগ নং ৩৭–এর অংশ; পশ্চিম– দাগ নং ৩৭–এর অংশ।	₹ ৩৩,৮৬,০০০/–	₹ ৩,৩৮,৬০০/–	০৭.০১.২০২৫	₹ ১০,০০০/–	২৬.১২.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	০৮.০১.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে	নিবেদিতা ভঞ্জ বনাম পিএনবি এইচএফএল, এসএ নং ২২৬/২১ (ডিআরটি–III)

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ১. আজ পর্যন্ত উক্ত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তরে পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। ২. নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল–এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)–কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। ৩. অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(৩)–এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। ৪. ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা– ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: মিঃ মনোজ কুমার সোলাঙ্কি, যোগাযোগের টোল ফ্রি নম্বর: ১৮১৬ ১২০ ৮৮০০, পিএনবিএইচএফএল–এর অনুমোদিত ব্যক্তি অথবা, www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১৮.১২.২০২৪ — অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

রিজিওনাল অফিস: হাওড়া
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
১৯২, জি টি রোড, লালবাবা কলেজের বিপরীতে, বেলুড়, হাওড়া, পিন–৭১১২০২

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ২০.০১.২০২৫

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তিগুলির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, চুঁচুড়া–I ব্রাঞ্চ খ) মিঃ অমিয় ভট্টাচার্য পিতা– অনাদি ভট্টাচার্য ৪৭, কালী বিশ্বাস রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩১৪৫	ক) ₹২৭.৪১ লক্ষ ৩০.১১.২০২৪ অনুযায়ী + ০১.১২.২০২৪ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ১৬